বিচ্ছেদ একটি সম্পর্কের

সমাপ্তি হতে পারে, সন্তানের দায়িত্বের সমাপ্তি নয়

শিশু জন্মের পর থেকে বেড়ে ওঠে বাবা ও মায়ের ভালোবাসা ও নিরাপত্তার ছায়ায়। পরিবারই শিশুর মানসিক বিকাশ, আচরণগত গঠন ও আত্মপরিচয়ের এক অমূল্য ভিত্তি।কিন্তু যখন এই পরিবারের দুই স্তম্ভ বাবা ও মা বিচ্ছিন্ন হয়ে যান, তখন শিশুটির সেই নির্ভরতার জায়গা ভেঙে পড়ে। বিচ্ছেদ একটি শিশুর শারীরিক ক্ষতি না করলেও, তার
নিরাপত্তা ও আত্মবিশ্বাসের জায়গায় গভীর এবং দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব
ফেলে।

বাবা-মায়ের বিচ্ছেদের ফলে সন্তানের মানসিক স্থিতিশীলতা ভেঙে যায়। শিশুটি হঠাৎ করেই দুটি ভালবাসার মানুষকে আলাদা অবস্থানে দেখে। অনেক সময় সে নিজেকেই দায়ী করে ফেলে এই বিচ্ছেদের জন্য। তার মনে এক ধরনের অপরাধ বোধ তৈরি হয়। যা হতাশা, দুশ্চিন্তা ও আত্মবিশ্বাসের ঘাটতিতে পরিণত হতে পারে।শিশুর সামাজিকীকরণেও এর প্রভাব পড়ে। সন্তান বাবা-মায়ের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড, আচরণ ও পারস্পরিক সম্পর্ক অনুসরণ করেই অনেক কিছু শেখে। পরিবার তার সামাজিক আচরণের প্রথম বিদ্যালয়। সেই পরিবেশ হঠাৎ ভেঙে গেলে শিশুর স্বাভাবিক সামাজিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়।

শিশুর সামাজিক বিকাশে পরিবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাবা- মায়ের বিচ্ছেদ অনেক সময় সন্তানের আচরণে অস্বাভাবিকতা তৈরি করে। সে হয়তো বন্ধুদের এড়িয়ে চলে, একা থাকতে চায় কিংবা মিথ্যা বলা, চুরি, মাদকাসক্তি বা খারাপ সঙ্গের প্রতি ঝুঁকে পড়তে পারে।বিশেষ করে কিশোর-কিশোরী বয়সে সন্তানরা যখন নিজস্ব পরিচয় ও ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে থাকে, তখন বাবা-মায়ের আলাদা হয়ে যাওয়ায় জীবন নিয়ে ভয়ের সৃষ্টি করে। অনেক সময় তারা ভবিষ্যতে বিয়ে বা সংসার নিয়ে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করে।বাবা-মায়ের বিচ্ছেদ সন্তানের নৈতিক ও আত্মপরিচয়ের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। শিশুটি কোন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি দেখবে, সেটি সম্পূর্ণ নির্ভর করে তার বয়স, পারিপার্শ্বিকতা ও তাকে কীভাবে সমর্থন দিচ্ছে, তার ওপর। যদি বাবা-মা একে অপরকে দোষারোপ করে বা শিশুকে ব্যবহার করে, তাহলে সে একটি ভাঙা ও দ্বিধাগ্রস্ত মূল্যবোধ নিয়ে বড় হয়।ভেঙে যাওয়া

বিচ্ছেদের পরও একটি শিশুর পৃথিবী তার বাবা-মা।তাই সংসার ভাঙার আগে আরেকবার ভাবুন। আর যদি ভাঙতেই হয়, তাহলে অন্তত সন্তানের মনটা যেন না ভাঙে।কারণ বাবা-মায়ের বিচ্ছেদের সবচেয়ে বড় শিকার কখনোই বাবা বা মা নয় শিশুটিই।

গাংনীতে প্রেমের সম্পর্ক ধরে বিয়ের দাবিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের বাড়িতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকার অনশন

মেহেরপুরের গাংনীতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষককে চার বছরের প্রেমের অভিযোগ এনে বিয়ের দাবিতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষিকা দুই দিন ধরে অনশন পালন করছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে এরিপোর্ট লেখা পর্যন্ত আজ শুক্রবার বিকাল ৪ টা পর্যন্ত তার বাড়িতেই অবস্থান করছেন।

এদিকে বিয়ের দাবিতে স্কুল শিক্ষিকা সালমা খাতুন বাড়িতে আসার সাথে সাথে অভিযুক্ত স্কুল শিক্ষক আমিরুল ইসলাম সুফল বাড়ি ছেড়ে অজ্ঞাত স্থানে পালিয়ে গেছেন। আমিরুল ইসলাম গাংনী উপজেলার চেংগাড়া গ্রামের আনারুদ্দীনের ছেলে ও চেংগাড়া সরকারির প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক। সালমা খাতুন একই উপজেলার গোপালনগর গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের মেয়ে ও কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার মহিষকুন্ডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক (বাংলা)।

সালমা খাতুন অভিযোগ করেন, বিগত চার বছর যাবৎ আমার সাথে প্রেম করছে সে। প্রেমের সম্পর্কের কারণে সে বিভিন্ন স্থানে আমাকে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। সব ধরণের সম্পর্কও তৈরী হয়েছে। আমাকে বিয়ের আশ্বাস দিয়েছে বিভিন্ন সময়ে। আমি চাকুরি পেলে বিয়ে করবে বলে

আশ্বাস দিয়েছিল। আমি এখন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক হিসেবে চাকুরি পেয়েছি। কিন্তু সুফল আমাকে বিয়ে করতে চাচ্ছেনা। এমনকি আমার ফোনটুকুও ধরেনা। আমি তার বাড়িতে চলে এসেছি। বিয়ে না করলে এই বাড়ি থেকে আমার লাশ বের হবে।

এদিকে অভিযুক্ত শিক্ষক আমিরুল ইসলাম অজ্ঞাত স্থান থেকে মোবাইল ফোনে জানিয়েছেন, তার সাথে আমার কোনো ধরণের সম্পর্ক নেই। বিয়ের জন্য সে আমাকে ব্লাকমেইল করছে।

অভিযুক্ত শিক্ষকের খালাত ভাই বাবু জানান, দুজনেই স্কুল শিক্ষক। তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক আছে কিনা আমরা কেউ জানিনা। অনশনকারী সালমা খাতুন প্রেমের সম্পর্ক আছে দাবি করলেও আমিরুল ইসলাম সুফল সেটা মিথ্যা দাবি করছে। এই মূহূর্তে আমরা মেয়ের পরিবারের সাথে যোগাযোগ করেছি। কিন্তু তার পরিবারের লোকজনও কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাইনি। বিষয়টি গাংনী থানা পুলিশকে জানানো হয়েছে। তারাও এসে রিপোর্ট নিয়ে চলে গেছে। মেয়েটি আজ বিকাল পর্যন্ত এখানেই বসে আছে।

এদিকে আমিরুল ইসলাম সুফল মোবাইল ফোনে জানিয়েছেন, ওই শিক্ষিকার সাথে আমার কোনো প্রেমের সম্পর্ক নেই। তার সাথে বিয়ের কথা হয়েছিল এক সময়। তারপর থেকেই সে আমাকে জালাচ্ছে। আমি তাকে বিয়ে করবো না। বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলেন কেনো এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এ ধরণের একটা পরিস্থিতিতে না পালিয়ে উপায় ছিলনা।

এব্যাপারে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাশ বলেন, ঘটনাটি শোনার পর সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল।

আলমডাঙ্গায় কলেজছাত্রীকে প্রেমের সম্পর্কে দেহভাগ শেষে

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [